প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল আনয়াম (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ১৫
অনুবাদ (আয়াত ১-৩) ৫৪
তাফসীর (আয়াত ১-৩) ৫৪
সৃষ্টিকূলের একচ্ছত্র অধিপতি ৫৪
মিশনারীর আড়ালে ইসলামকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ৫৭
নাস্তিকতার ভ্রান্ত বেড়াজাল ৬০
অনুবাদ (আয়াত ৪-১১) ৬৩
তাফসীর (আয়াত ৪-১১) ৬৪
অবিশ্বাসী জাতিসমূহের পরিণতি ৬৪
নৈতিক অবক্ষয় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ৬৭
মোশরেকদের অলিক ধারনা ও অবান্তর দাবী দাওয়া ৬৯
ফেরেশতা সম্পর্কিত সঠিক ধারণা ৭২
আল্লাহর নিদর্শন দেখার জন্যে দেশ দেশান্তরের সফর ৭৮
অনুবাদ (আয়াত ১২-১৯) ৮০
তাফসীর (আয়াত ১২-১৯) ৮১
সার্বভৌমত্ব দাবীদারদের বিরুদ্ধে কোরআনের জেহাদ ৮৩
বান্দার প্রতি আল্লাহর সীমাহীন করুণা ৮৪
দয়াশীলতা মোমেন চরিত্রের অবিচ্ছেদ্ধ অধ্যায় ৮৭
সৃষ্টিকুলের একমাত্র অভিভাবক ও আইনদাতা ৯০
আপোষহীন তাওহীদ বিশ্বাস ৯৩
কালেমায়ে তাইয়েবার মর্মার্থ ৯৫
অনুবাদ (২০-৩২) ৯৯
তাফসীর (২০-৩২) ১০১
ইহুদী নাসারাদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ১০২
শেরেকের প্রকারভেদ ও অভিন্ন পরিণতি ১০৫
হাশরের ময়দানে মোশরেকদের অবস্থা ১০৭
একটি অবান্তর বিতর্কের অপনোদন ১০৮
কোরআন থেকে মানুষকে দুরে রাখার ষড়যন্ত্র ১১০
ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মম পরিণতি ১১২
দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে একজন মোমেনের দৃষ্টিভংগী ১১৩
আখেরাত অবিশ্বাসীদের পরিণতি ১১৫
অনুবাদ (আয়াত ৩৩-৩৯) ১২০
তাফসীর (আয়াত ৩৩-৩৯) ১২১
কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ১২২
হেদায়াত দানের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ১২৭
বিবেক বর্জিত লোকেরাই অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায় ১৩০
সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ১৩১
দ্বীনের কর্মীদের জন্যে কোরআনের নির্দেশনা ১৩৩
ইসলামী চেতনার সম্মোহনী শক্তি ১৩৮
অনুবাদ (আয়াত ৪০-৪৯) ১৪১
তাফসীর (আয়াত ৪০-৪৯) ১৪২
তাওহীদ বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবণতা ১৪৩
কোরআনে উপস্থাপিত ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা ১৪৬
সমৃদ্ধ পাপিষ্ঠ জাতির ধ্বংস অনিবার্য ১৪৮
রসূলদের দায়িত্ব কর্তব্য ১৫২
অনুবাদ (আয়াত ৫০-৫৫) ১৫৪
তাফসীর (আয়াত ৫০-৫৫) ১৫৫
নবী ও নবুওতের স্বরূপ ১৫৬
মানব জাতির জন্যে ওহীর প্রয়োজনীয়তা ১৫৯
ইসলামে আভিজাত্য কোনো মূল্যায়নের মানদণ্ড নয় ১৬১
শ্রেনীবৈষম্যের নির্মূল সাধনে ইসলামের সংগ্রাম ১৬৪
হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চিনতে হবে ১৬৯
নামসর্বস্ব মুসলমানদের নিয়ে সমস্যা ১৭০
অনুবাদ (আয়াত ৫৬-৬৫) ১৭২
তাফসীর (আয়াত ৫৬-৬৫) ১৭৪
মানবরচিত আইন মানাও মূর্তিপূজার মতোই শেরেক ১৭৬
অলৌকিকতার ক্ষমতা রসূলদের দেয়া হয়নি ১৭৭
আল্লাহ জ্ঞানের পরিধি ১৮০
গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ ১৮৪
বিজ্ঞান ও গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ১৮৬
সৃষ্টিরহস্য বিজ্ঞান ও গায়েবের এলেম ১৯০
জ্ঞানের পরিমণ্ডলে গায়েব বিশ্বাসের প্রভাব ১৯৩
বান্দার ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক তদারকি ১৯৮
একজন মোমেনের চিন্তা চেতনা ২০১

সর্বক্ষণ আল্লাহকে অনুভব করা ২০২
দলাদলি আল্লাহর গযব ২০৪
অনুবাদ (আয়াত ৬৬-৭০) ২০৮
তাফসীর (আয়াত ৬৬-৭০) ২০৯
মক্কা ও মাদানী জীবনে দাওয়াতের ধরণ ২১০
যাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ঈমানদারের উচিত ২১২
অনুবাদ (আয়াত ৭১-৭৩) ২১৭
তাফসীর (আয়াত ৭১-৭৩) ২১৭
আল্লাহর কাছে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ ২১৮
সৃষ্টিজগতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রভাব ২২৩
অনুবাদ (আয়াত ৭৪-৯৪) ২২৭
তাফসীর (আয়াত ৭৪-৯৪) ২৩১
মুসলীম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা ২৩৪
ইবরাহীম (আ.) যেভাবে আল্লাহকে খুঁজে পেলেন ২৩৭
ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তার জাতির বিতর্ক ২৪১
সাহাবাদের সাথে কোআনের সম্পর্ক ২৪৩
যুগে যুগে ইসলামবিমুখ মূর্খদের চালচিত্র ২৪৮
আল কোরআনের কিছু বৈশিষ্ট ২৫২
কোরআনের প্রতি সন্দিহানদের মৃত্যুর দৃশ্য ২৫৬
অনুবাদ (আয়াত ৯৫-১১০) ২৫৯
তাফসীর (আয়াত ৯৫-১১০) ২৬২
সৃষ্টি সম্পর্কে নাস্তিকদের ভাবনা ও কোরআনের বক্তব্য ২৬৬
সৃষ্টির পরতে পরতে স্রষ্টার পরিচয় ২৭২
একই সত্ত্বা থেকে মানবজাতির বিস্তার ২৭৬
গাছপালা ও ফলমূল উৎপাদনে আল্লাহর কুদরতি নিয়ন্ত্রণ ২৭৮
পৌত্তলিকদের বিকৃত চিন্তাধারা ২৮০
সমাজ ব্যবস্থার মোড়কে শেরেকের উপস্থিতি ২৮৩
নাস্তিকতার অন্ধগলি ২৮৪
আল্লাহর গুণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ২৮৯
অবান্তর প্রশ্নের মুখে আল্লাহর পথে আহবানকারীরা ২৯১
শালীনভাবে মোশরেকদের পরিত্যাগ কর ২৯৪
৮ম পারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৯৬
অনুবাদ (আয়াত ১১১-১১৩) ৩০৩
তাফসীর (আয়াত ১১১-১১৩) ৩০৩
আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ৩০৪
জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান ৩০৬
শয়তান সৃষ্টির রহস্য ৩১০
অনুবাদ (আয়াত ১১৪-১২৭) ৩১২
তাফসীর (আয়াত ১১৪-১২৭) ৩১৪
হালাল হারাম একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার ৩১৬
সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির অনুসরণ এক ধরনের গোমরাহী ৩১৮
আল্লাহর নামে যবাই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা ৩২১
ঈমান ও কুফুরের স্বরূপ ৩২২
পাপিষ্ঠদের সাথে মোমেনদের সংঘাত অনিবার্য ৩২৫
দুরাচার কাফেরদের ঔদ্ধ্যত্য ৩২৬
ইসলাম মানা যখন আকাশে চড়ার মতো কঠিন ৩২৮
অনুবাদ (আয়াত ১২৮-১৩৫) ৩৩১
তাফসীর (আয়াত ১২৮-১৩৫) ৩৩২
জ্বিন ও মানুষ শয়তানদের সখ্যতা ৩৩৩
জ্বিন ও মানবজাতির কাছে প্রশ্ন ৩৩৫
সত্যবিমুখদের প্রতি ক্রমাগত হুমকি ৩৩৭
অনুবাদ (আয়াত ১৩৬-১৫২) ৩৪০
তাফসীর (আয়াত ১৩৬-১৫২) ৩৪৫
প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াতের সামঞ্জস্য ৩৫০
কোরআনের ভাষ্য ও ভ্রান্তির বেড়াজাল ৩৫৬
কতিপয় হারাম জিনিসের বর্ণনা ৩৫৯
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ৩৬১
আল্লাহ তায়ালা কী কী কাজ হারাম করেছেন ৩৬৪
অনুবাদ (আয়াত ১৫৩-১৬৫) ৩৭২
তাফসীর (আয়াত ১৫৩-১৬৫) ৩৭৪
তাওহীদ বিশ্বাসের রূপরেখা ৩৮০

সূরা আল আনয়াম

আয়াত ১৬৫ রুকু ২০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝١ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ

قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝٢ وَهُوَ اللّٰهُ فِى

السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝٣

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন। তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; অতপর যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে এর দ্বারা অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। ২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (প্রত্যেকের জন্যে বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুর জন্যেও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহে লিপ্ত আছো! ৩. আসমানসমূহের এবং যমীনের (সর্বত্র) তিনিই তো হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা কে (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো তাও।

তাফসীর

আয়াত ১-৩

সূরার সূচনাতে এ আয়াতগুলোর উল্লেখ কিছু বাস্তব সত্য এবং দীর্ঘ স্বরপ্রবাহের বিশাল কিছু উপলব্ধির দিকে ইংগিত করে। এগুলো এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রকৃত আকীদা বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। (আয়াত ১)

সৃষ্টিকূলের একচ্ছত্র অধিপতি

নিসন্দেহে এটা প্রথম উপলব্ধি। সূরার সূচনা করা হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ' সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে) এর মাধ্যমে। এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ বাক্যের মাঝে এ কথার স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতির মালিক। কারণ সৃষ্টি জগতে তাঁর খোদায়ী ও সার্বভৌমত্ব সুস্পষ্ট। এ প্রশংসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসিত খোদায়ী ও তার 'সৃষ্টি'-র মাঝে একটা যোগসূত্র তৈরী করা হয়েছে। প্রথমেই এ অস্তিত্বের দুই বিশাল সৃষ্টির আলোচনা করা